20

তারিখ 04 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

মাটিরাঙ্গা কলেজ ঃ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

রামগড়, ৩রা জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– মাটিরাঙ্গা কলেজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

১৯৯২ সালে স্থাপিত কলেজটি অত্যন্ত অল্প সময়ে জেলার একটি অনন্য কলেজ হিসেবে সুনাম অর্জন করে। পরীক্ষায় পাসের হার জেলার অন্যান্য কলেজের তুলনায় খুবই সন্তোষজনক বলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া জেলার একমাত্র কলেজ– যেখানে কোন ছাত্র রাজনীতি নেই। সুদক্ষ ১৬ জন শিক্ষক নিয়ে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চলেছে। প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে কলেজটিতে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী রয়েছে প্রায় ১২ জন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কলেজের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাদিসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য গুচ্ছগ্রাম হতে কলেজের নামে রেশনের চাল/গম নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে কলেজে প্রতিমাসে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় হতো।

এদিকে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে গত ৪/৫ মাস আগে গুচ্ছগ্রামগুলো হতে কলেজের নামে রেশনের চাল/গম উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কলেজের আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। কলেজের একটি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে কলেজ ফান্ডে প্রায় দেড় লাখ টাকা জমা রয়েছে। যা আগামী ৪/৫ মাসের কলেজের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন–ভাতাসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদির ব্যয় নির্বাহ হতে পারে।

কলেজে কোন প্রশাসনিক ভবন নেই। নেই বিজ্ঞান ভবন। পাঠাগারের কার্যক্রম চলেছে ছোট্ট একটি কক্ষে। ওই কক্ষতিতে একটিমাত্র আলমারী স্থান পেয়েছে। স্থান সংকুলান না থাকায় পর্যাপ্ত চেয়ার– টেবিল বসানোর জায়গা নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠাগারে গিয়ে লেখাপড়া বা নোট করার সুযোগ পাচ্ছে না। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের অভাব রয়েছে। যে কক্ষটি বিজ্ঞান ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে কক্ষটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। দরজা–জানালা ভাঙাচোরা। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ঢোকে কক্ষের আসবাবপত্রসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে বিজ্ঞানের কয়েকজন ছাত্র জানায়। ফলে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল কাজে বিঘ্ন ঘটছে। কলেজের শিক্ষকদের থাকার কোন সুব্যবস্থা নেই শুরু থেকে। শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্য নির্মিত একটি ছোট্ট ছাত্রাবাসে ঠাসাঠাসি করে অতিকষ্টে দীর্ঘদিন ধরে পরিবার পরিজনবিহীন অবস্থায় বসবাস করে আসছে।

কলেজে অধ্যয়নরত প্রায় শতাধিক ছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট কোন কমন রুম নেই। নেই শৌচাগারের ব্যবস্থা। অফ পিরিয়ডে মেয়েদেরকে এখানে ওখানে থাকতে দেখা যায়। মেয়েদেরকে পায়খানা, প্রস্রাব সারতে হলে পার্শ্ববর্তী বাসা–বাড়িতে যেতে হয়। কলেজে চলাচলের রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বর্ষাকালে চলাচলের রাস্তাটি কাঁদামাটিতে ভর্তি থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রী শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।